যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

৮ম জাতীয় পে-স্কেল লংঘন

উচ্চতর গ্রেড পাচ্ছেন বাকৃবির ৫০ অধ্যাপক

আশিফুল ইসলাম মারুফ, *বাকৃবি থেকে*

৮ম জাতীয় বেতন স্কেলের গেজেট প্রকাশের দিন থেকে সিলেকশন গ্রেড-টাইম স্কেল বিলুপ্ত হয়। অথচ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এ নিয়মের তোয়াক্কা না করে সম্প্রতি ৫০ জন অধ্যাপককে উচ্চতর বেতন স্কেল দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করেছে। পে-স্কেল বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশে এবং ওই ৫০ জন অধ্যাপকের চাপে ভিসি এমনটা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন অধ্যাপক জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯-এর তৃতীয় গ্রেডের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গত ৩১ ডিসেম্বর এক বছর পূর্ণ করে পরবর্তী স্কেল (দ্বিতীয় গ্রেড) প্রদানের জন্য আবেদন করেন। পে-স্কেল বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশে ৭ জানুয়ারি তাদের দ্বিতীয় গ্রেডের বেতন দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। অথচ ৮ম জাতীয় বেতন স্কেলের গেজেট প্রকাশের দিন অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোনো স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছার এক বছর পর পরবর্তী উচ্চতর বা

অধ্যাপক : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

অধ্যাপক : বাকৃবির ৫০

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

টাইম স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এদিকে ওই ৫০ অধ্যাপকের উচ্চতর স্কেল পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিল প্রশাসন। সেটি হল— ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক স্পষ্টায়িত ও প্রজ্ঞায়িত জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি সমন্বয় করা হবে। অথচ ভিসি ওই অধ্যাপকদের চাপে পড়ে সেই শর্ত শিথিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এদিকে ওই একই সুবিধা পেতে অধ্যাপকদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভিসিকে নানাভাবে চাপ দেয়ার পাঁয়তারা করছেন।

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মোদককে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যের পে-স্কেল বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির সুপারিশে এমনটা করা হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। তবে ওই কমিটিতে থাকা প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রিয় মোহন দাস ও কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মঞ্জুরুল আলম ওই সুপারিশে সই না দিয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদক গেজেটের সমালোচনা করে বলেন, 'যারা গেজেট তৈরি করে তারা কারা? তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, একটা ঝামেলা পাকানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গেজেটে ১৫ ডিসেম্বর তারিখ উল্লেখ করেছেন।'

একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আপত্তি সত্ত্বেও এর আগেও জাতীয় বেতন স্কেলের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বাকৃবির অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর ফলে ইউজিসি প্রতি বছর বাকৃবির বাজেটে প্রায় ১ কোটি টাকা ঘাটতি রেখে বাজেট দিচ্ছে। এতে ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে বাকৃবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, সরকারি নীতিমালা আমাদের সবারই অনুসরণ করা উচিত। নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের চলা উচিত।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, পে-স্কেল বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশে অধ্যাপকদের উচ্চতর স্কেল দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার মো. রাকিব উদ্দিন বৃহস্পতিবার এক আদেশে জানান, 'কমিটির সুপারিশের সঙ্গে প্রশাসনিক আদেশের গরমিল রয়েছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সৃষ্টি হলে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে চরম মাশুল দিতে হবে। তাই ৫০ জন অধ্যাপককে ৩য় গ্রেড প্রদানের আদেশনামা সংশোধনের বিষয়ে প্রশাসনকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।' তবে তিনি মোবাইলে এসব বিষয়ে কিছু জানেন না বলে অস্বীকার করেন ট্রেজারার।

এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।